The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVIII, 2022 (pp.1 -18)
Published in July, 2025

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে চিরায়ত নৈতিক তত্ত্বসমূহের অনুধাবন

ড. কোরবান আলী*

প্রতিপাদ্যসার: *নৈতিক বিষয়গুলো সবসময় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না; আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নৈতিকতা চর্চার ব্যাপারে এমন অনেক অস্পষ্ট ক্ষেত্র আছে যেগুলোর প্রতি ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত যত্নসহকারে মনোযোগী হওয়া দরকার। কোনো কর্ম বা সিদ্ধান্ত নৈতিকভাবে সম্পাদিত হয় কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য, প্রধানত পশ্চিমা পণ্ডিতদের দ্বারা বিকশিত নৈতিক তত্ত্বগুলিকেই আমরা অনুসরণ করে থাকি। আপেক্ষিকতাবাদ, উপযোগবাদ, অহংবোধ তত্ত্ব, পরিণতিমূলক তত্ত্ব, ঐশ্বরিক আদেশ তত্ত্ব এবং সদগুণ নীতিতত্ত্বের মতো তত্ত্বগুলো নৈতিকতা কী এবং কীভাবে সেগুলি একজনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াতে সহায়তা করার জন্য প্রযোজ্য হতে পারে তা সম্পর্কিত পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা। এই তত্ত্বগুলোর ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও, এই প্রবন্ধটিতে দেখানো হয়েছে যে কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল তা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা এবং উপলব্ধি সীমিত এবং অসম্পূর্ণ। তাছাড়াও বর্তমান প্রবন্ধে আরো দেখানো হয়েছে যে নৈতিকতার ধারণাগুলি বোঝার জন্য এমন কোনো মানদণ্ড থাকা দরকার যা স্থান ও কালের বাইরে প্রসারিত হতে পারে। সেই মানদণ্ড একমাত্র ইসলাম দিতে পারে। অর্থাৎ এটাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে, এই প্রবন্ধটিতে নৈতিকতার ইসলামী এবং পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তুলনা করা হয়েছে এবং পশ্চিমা নৈতিকতার প্রধান দুর্বলতা এবং সীমাবদ্ধতাগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। তারপর, ইসলাম কেন নৈতিকতার সর্বোত্তম উপলব্ধি প্রদান করতে সক্ষম তার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করা হয়েছে।*

ভূমিকা

'নীতিবিদ্যা' বা 'Ethics' শব্দটি গ্রীক শব্দ 'ethos' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ "একদল জনগোষ্ঠী বা একটি সংস্কৃতির চরিত্র, মানস এবং মনোভাব" (Loeb 287)। অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুসারে, নীতিবিদ্যাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে: (১) নৈতিক নীতির একটি ব্যবস্থা যার দ্বারা মানুষের ক্রিয়াকলাপ ভালো বা মন্দ, সঠিক বা ভুল হিসেবে বিচার করা যেতে পারে; (২) মানুষের কর্মের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর ক্ষেত্রে স্বীকৃত আচরণের নিয়ম। সুতরাং নীতিবিদ্যাকে ব্যুৎপত্তিগতভাবে মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি বা অভ্যাস সম্পর্কীয় বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। অন্যকথায়, সমাজে প্রচলিত প্রথা বা রীতি-নীতি অনুসরণ করে আমরা যে অভ্যাস গঠন করি এবং সেই অভ্যাসের মাধ্যমে যে চরিত্র গঠিত হয়, সেই চরিত্র বা আচরণের মান অর্থাৎ ভালো বা মন্দ, উচিত বা অনুচিত এবং প্রসংশা বা নিন্দা ইত্যাদি নিরূপণ করাই নীতিবিদ্যার কাজ (হামিদ ২)।

Rachels and Rachels উল্লেখ করেন যে নীতিবিদ্যা নৈতিক নীতি, আচরণের নিয়ম বা মূল্যবোধের কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা উপস্থাপন করে (Rachels and Rachels 2) । Frankena এর মতে, নীতিবিদ্যা দর্শনের এমন একটি শাখা যা নৈতিকতা, নৈতিক সমস্যা ও নৈতিক অবধারণ সম্পর্কীয় এক ধরনের দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা (Frankena 3)। নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে Mackenzie বলেন: "নীতিবিদ্যা হলো মানুষের

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

চরিত্র বা আচরণ সম্পর্কীয় একটি সাধারণ পর্যালোচনা; যা আচরণের যথার্থতা বা অযথার্থতা, ভালো বা মন্দের ক্রিয়াবলী বিচার করে (Mackenzie 1)।" Elegido নৈতিকতাকে বর্ণনা করেছেন কোনটি ভালো জীবন, ভালোভাবে বেঁচে থাকা বলতে কী বোঝায় এবং বেঁচে থাকার যোগ্য একটি জীবন কোনটি সেটি বোঝার একটি মিশন হিসেবে। এইভাবে, তিনি মনে করেন যে নীতিবিদ্যা মূলত একটি দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় যা প্রতিটি কাজ এবং লক্ষ্যকে তার জায়গায় রেখে, কী করা গুরুত্বপূর্ণ এবং কী গুরুত্বপূর্ণ নয় তা জেনে নেয়া (Elegido 135-136)।

Nwagboso বলেন যে নীতিবিদ্যা কোন ব্যক্তি বর্তমানে কেমন বা অতীতে কেমন ছিলেন, এমনকি কোন ব্যক্তি ভবিষ্যতে কেমন হবেন তা নিয়ে নয় বরং নীতিবিদ্যা ব্যক্তিকে কেমন হওয়া উচিত এবং কেমন হতে হবে সেই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। তিনি আরও মনে করেন নীতিবিদ্যা এমন একটি মানদণ্ড যার দ্বারা ব্যক্তির কর্ম বা চরিত্রের বিচার করা উচিত (Nwagboso 77)। অন্যদিকে, কেউ কেউ নীতিবিদ্যাকে নৈতিক নীতি, আচরণের নিয়ম বা মূল্যবোধের একটি সেট হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন এবং যখন একজন ব্যক্তিকে নৈতিক নীতির বিষয়ে বিভিন্ন পছন্দ থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় সেক্ষেত্রেও নীতিবিদ্যার প্রয়োজন পড়ে বলে তাঁরা মনে করেন (Hayes, Schilder, Dassen and Wallage 485)।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, নীতিবিদ্যা বেশ কয়েকটি আরবী পরিভাষার সাথে সম্পর্কিত। এই পদগুলি হচ্ছে: মারুফ (অনুমোদিত), খায়র (ভালত্ব), হক (সত্য ও সঠিক), বির (ন্যায়ত্ব), কিস্ত (নিরপেক্ষতা), আদল (ভারসাম্য ও ন্যায়বিচার), এবং তাকওয়া (ভক্তি বা ধার্মিকতা)। ভালো কাজকে সালিহাত এবং খারাপ কাজকে সায়্যিআত বলা হয়। যাইহোক, আল কুরআনে নৈতিকতার সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত শব্দটি হলো আখলাক (Beekun 65)। যদিও নীতিবিদ্যাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল তা নির্ণায়ক শাস্ত্র হিসেবে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কীভাবে একজন মানুষ ভুল থেকে সঠিকটি জানতে পারে (Velasquez 12)। একটি কর্ম বা আচরণ নৈতিকভাবে সম্পাদিত হয় কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থাসমূহ নৈতিক তত্ত্বগুলোকে ব্যবহার করে থাকে। নৈতিক তত্ত্ব যেমন আপেক্ষিকতাবাদ, উপযোগবাদ, অহংবোধ তত্ত্ব, পরিণতিমুক্ত তত্ত্ব, ঐশ্বরিক আদেশ তত্ত্ব এবং সদগুণ নীতি তত্ত্ব এর সবগুলোই নীতিবিদ্যা কী এবং কীভাবে সেগুলি একজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার জন্য প্রযোজ্য - তা বোঝার জন্য পশ্চিমা নীতিদার্শনিকদের দ্বারা প্রণীত তত্ত্ব। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে এই তত্ত্বগুলি এবং কীভাবে নৈতিকতাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২. নৈতিক তত্ত্বসমূহ (Ethical Theories)

অনেক ব্যবসা এবং কোম্পানির সাম্প্রতিক গবেষণা কার্যক্রম নৈতিক বিষয়াবলীর অনুসন্ধানে নিবেদিত হয়েছে। এর অর্থ এই যে বিদ্যমান নৈতিক সমস্যাগুলি প্রচলিত নৈতিক তত্ত্বসমূহ কর্তৃক সর্বদা স্পষ্ট এবং বোধগম্য হয় না। একটি আচরণ বা সিদ্ধান্ত নৈতিকভাবে সঞ্চালিত কিনা তা সনাক্ত করার জন্য, কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল তা ব্যাখ্যা করার জন্য বেশ কয়েকটি প্রচলিত নৈতিক তত্ত্ব রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আপেক্ষিকতাবাদ, উপযোগবাদ, অহংবাদ, পরিণতিমুলক তত্ত্ব, ঐশ্বরিক আদেশ তত্ত্ব এবং সদগুণ নীতি তত্ত্ব।

২.১ আপেক্ষিকতাবাদী তত্ত্ব (Relativism Theory)

আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে নৈতিক মূল্যবোধ একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ বা অবস্থানের সাথে আপেক্ষিক। অর্থাৎ আপেক্ষিকতাবাদীরা বিশ্বাস করেন যে নৈতিক মূল্যবোধ এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে, এক সময় থেকে অন্য সময়ে ভিন্ন হতে পারে (Sturgeon 85)। এই মতাদর্শীরা আরও মনে করেন যে, তোমার জীবন ও মূল্যবোধ

তোমার কাছে এবং আমার জীবন ও মূল্যবোধ আমার কাছে। কাজেই আমি তোমার মূল্যবোধ সম্পর্কে অবধারণ করতে পারিনা এবং তুমিও আমার মূল্যবোধ সম্পর্কে অবধারণ করতে পারনা। একটি অতি পরিচিত নীতিবাক্য দ্বারা এটিকে বর্ণনা করা যেতে পারে: "When in Rome, do as the Romans do". নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদীরা যুক্তি দিয়ে বলেন যে, মানুষ সর্বজ্ঞ নয়, ইতিহাস বিশিষ্ট দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ এবং সমাজ যেসব বিষয়কে নিশ্চিত সত্য বলে মনে করে পরবর্তীতে দেখা যায় তা সত্য নাও হতে পারে, সুতরাং এইসব অনুমিত পরম সত্যের উপর ভিত্তি করে গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের অধিকতর সতর্ক হওয়া উচিত (Benn 11)। নৈতিক আপেক্ষিকবাদের এই মৌলিক ধারণা আসলে কতগুলো বিভিন্ন ধরনের চিন্তার সংমিশ্রণ। সেগুলোকে নিম্নরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে:

- বিভিন্ন সমাজের রয়েছে বিভিন্ন নৈতিক নিয়মাবলী।
- একটি সমাজের নৈতিক নিয়ম নির্ধারণ করে সেই সমাজের জন্য কোন্‌টি যথার্থ; যদি কোন সমাজের নৈতিক নিয়ম একটি নির্দিষ্ট কাজকে যথার্থ বলে মনে করে, তাহলে সেই কাজটি যথার্থ বা সঠিক বলে পরিগণিত হবে অন্তত:পক্ষে সেই সমাজের জন্য।
- একটি সমাজের নৈতিক নিয়ম আরেকটি সমাজের নৈতিক নিয়মের চেয়ে ভাল এটা বিচার করতে পারে এমন কোন বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ড নেই।
- আমাদের নিজেদের সমাজের নৈতিক নিয়মাবলীর বিশেষ কোন মর্যাদা নেই; এটি নিছক অনেকগুলো নিয়মের মধ্যে একটি।
- নীতিবিদ্যায় সর্বজনীন সত্য বলতে কিছুই নেই; তার মানে, এমন কোন নৈতিক সত্য নেই যা সকল মানুষ সব সময় ধারণ করবে।
- অন্যান্য ব্যক্তিদের আচরণ বিচার করার চেষ্টা করা আমাদের জন্য এক ধরনের ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কিছুই নয়; আমাদের সহনশীলতার মনোভাব অর্জন করা উচিত যাতে করে আমরা অন্যান্য সংস্কৃতির চর্চার প্রতি সহনশীল থাকি। (Rachels & Rachels 16-26)।

আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের সমালোচকরা যুক্তি দিয়েছেন যে নৈতিক আপেক্ষিকবাদকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করলে নৈতিক অগ্রগতির ধারণাটি হুমকির মুখে পড়ে যায়। সাধারণত: আমরা সবাই চিন্তা করি যে অন্তত:পক্ষে কিছু সামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তন ভাল। একসময় আমাদের সমাজে শিক্ষিতের হার অনেক কম ছিল, নারীদের মর্যাদা নিয়ে কেউ তেমন ভাবতো না, নারীরা অত্যাচারিত হতো, অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো, বাল্যবিবাহের ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু সেই অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, এবং বেশিরভাগ মানুষ এটাকে নৈতিক অগ্রগতি বলে মনে করেন। কিন্তু যদি নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ সঠিক হয় তাহলে কি আমরা বৈধভাবে উক্ত অগ্রগতির কথা ভাবতে পারি? আবার, নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ সর্বজনীনবাদের বিরুদ্ধে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এটি আদর্শনিষ্ঠ নীতবিদ্যার গ্রহণযোগ্যতা ও সম্ভাব্যতার পথে এক বিরাট বাধা সৃষ্টি করে। এ জন্যই উইলিয়াম লিলি তাঁর *An Introduction to Ethics* গ্রন্থে বলেন:

এক. আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজগুলোকে নৈতিক মানদণ্ড ও নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে বিচার ও বিশ্লেষণ করে থাকি এবং কোন কোন নৈতিক নিয়মকে অন্যান্য নৈতিক নিয়ম থেকে উত্তম বলে বিশ্বাস করি। যদি সর্বজনীন নৈতিক নিয়ম বলে কোনো নিয়মকে স্বীকার করা না হয়, তাহলে একটি নিয়মকে অন্যান্য নৈতিক নিয়ম থেকে

উত্তম বলার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। কারণ এমতাবস্থায় দুটি নিয়মের মধ্যে পার্থক্য করার কোনো পথ খোলা থাকে না।

দুই. যদি একটি নৈতিক নিয়মকে অন্য একটি নৈতিক নিয়ম থেকে উত্তম বলা কোনোভাবেই সম্ভব না হয়, তাহলে নৈতিক অগ্রগতি হচ্ছে নাকি নৈতিকতার অবনতি ঘটছে- কোনোটাই বলা সম্ভব নয়।

তিন. যদি একটি নৈতিক নিয়মকে অন্য একটি নৈতিক নিয়ম থেকে উত্তম বলা কোনোভাবেই সম্ভব না হয়, তাহলে নৈতিক জীবন যাপনের চেষ্টা করা অর্থহীন হয়ে পড়ে। নৈতিক নিয়ম যদি সর্বজনীন ও চিরন্তন না হয়, তাহলে মানুষ কেন নৈতিক জীবন যাপনের চেষ্টা করবে?

চার. সর্বজনীন ও চিরন্তন নৈতিক নিয়ম স্বীকার করা না হলে কোনো একজন মানুষকে ভাল বা সৎ বা উত্তম মানুষ বলার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। (Lillie 113-116)

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেও আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব সমস্যাযুক্ত। ইসলাম অনুসারে, কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল তা নির্ধারণের দায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট সমাজের জন্য ছেড়ে দেওয়া যায় না; কারণ মানুষের সহজাত দুর্বলতা রয়েছে যে কোনো কাজ সঠিক বা ভুল যাই হোক না কেন তারা এমন আচরণ করবে যা তারা নিজেদের জন্য সুবিধাজনক বলে মনে করবে। এই কারণেই মুসলমানদেরকে আল্লাহর বাণী (কুরআন) এবং নবীর সুন্নাহ- এর উপর ভিত্তি করে কাজ করতে বলা হয়েছে (Al-Qaradawi 2004, 140)। এ কারণে ইসলাম আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে। যাইহোক, ইসলাম যেকোনো সমাজের রীতিকে সম্মান করে যতক্ষণ না এটি ইসলামী শরীয়ত নির্ধারিত বিষয়গুলির বিরুদ্ধে না যায় (আল-কুরআন ৭ : ১৯৯)। উদাহরণস্বরূপ, নবী মুহাম্মদ (স:) সত্য বলাকে নৈতিকভাবে সঠিক বলে স্বীকৃতি দেন (আল-কুরআন ৯ : ১১৯) এবং অন্যান্য কাজ যেমন একটি নবজাতক মেয়ে হত্যা করাকে নৈতিকভাবে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করেন (আল-কুরআন ৮১ : ৮-৯)।

২.২ ঐশ্বরিক আদেশ তত্ত্ব (Devine Command Theory)

খ্রিস্টান ও ইহুদী ধর্ম অনুসারে (যেহেতু ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মকে ঐশ্বরিক বলে দাবি করা হয়), ঈশ্বরকে দেখা হয় আইন প্রণেতা হিসেবে যিনি নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেছেন যার প্রতি আমাদের আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়। তিনি আনুগত্য প্রদর্শনে আমাদেরকে বাধ্য করেন না। আমাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছাসহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে, সুতরাং আমরা তাঁর আদেশ গ্রহণও করতে পারি আবার বর্জনও করতে পারি। কিন্তু যদি আমাদেরকে যেভাবে বাঁচা উচিত সেভাবে বেঁচে থাকতে হয়, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের আইন অনুসরণ করতে হবে। এই জাতীয় ধারণাই বর্ণিত হয়েছে ভাল-মন্দ, যথার্থ-অযথার্থ এর স্বরূপ সম্পর্কিত ঐশ্বরিক আদেশ মতবাদের মধ্যে। এই মতবাদের মূলকথা হচ্ছে যে "নৈতিকভাবে সঠিক" মানে "ঈশ্বর কর্তৃক আদেশকৃত" এবং "নৈতিকভাবে ভুল" মানে "ঈশ্বর কর্তৃক নিষেধকৃত" (Greirsson and Holmgren 37)।

এই মতবাদের কিছু আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি নীতিবিদ্যার বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কিত পুরাতন সমস্যাটিকে সরাসরি সমাধান করে দেয়। নীতিবিদ্যা নিছক ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি ও সামাজিক রীতি-নীতির বিষয় নয়। যখন কোনো কিছু যথার্থ এবং অযথার্থ হয়ে থাকে তখন তা সম্পূর্ণরূপে বস্তুনিষ্ঠ হয়: এটি যথার্থ হবে যদি এটি ঈশ্বরের আদেশ হয়, এবং অযথার্থ হবে যদি ঈশ্বর এটিকে নিষেধ করে থাকেন। তাছাড়া স্বর্গীয় আদেশ মতবাদ একটি অত্যন্ত পুরাতন প্রশ্নের জবাব সুপারিশ করে থাকে: "কেন একজন ব্যক্তি নৈতিকতা নিয়ে মাথা ঘামাবেন?" তাঁদের কাছে এই প্রশ্নের সহজ জবাব হচ্ছে যেহেতু অনৈতিকতা হচ্ছে ঈশ্বরের আদেশের লঙ্ঘন, কাজেই কোনো ব্যক্তি নৈতিক আচরণ না করলে শেষ বিচারের দিন তাকে দায়ী করা হবে।

এই মতবাদের কিছু মারাত্মক সমস্যা রয়েছে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নাস্তিক সম্প্রদায় এই মতবাদকে গ্রহণ করে না, কেননা তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী না। কিন্তু এই মতবাদের বিষয়ে আস্তিক গোষ্ঠীর মধ্যেও সমস্যা রয়েছে। প্রধান সমস্যাটি সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন প্লেটো। প্লেটো তাঁর *Euthyphro* গ্রন্থে দেখান যে, সক্রেটিস ও অন্যান্যদের মধ্যে "সঠিক কাজ কোনটি" এ বিষয়ে কথোপকথন চলাকালে অন্যরা বলেন, "যা কিছু ঈশ্বরের (দেব-দেবীর) আদেশ তাই সঠিক"। সেক্ষেত্রে সক্রেটিস জিজ্ঞাসা করেন: বিষয়টি কি এমন যে "ঈশ্বরের আদেশ বলেই কাজটি সঠিক নাকি কাজটি সঠিক বলেই ঈশ্বর সেটিকে আদেশ করেছেন?" দর্শনের ইতিহাসে এটি একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রশ্ন। (Rachels & Rachels 51)

ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের বিপরীতে, ইসলাম এই পৃথিবীতে মানবজাতির অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে ভালো কাজের চর্চার মাধ্যমে এবং অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে শুধুমাত্র এক আল্লাহর উপাসনা করার জন্য, (আল-কুরআন ৫১:৫৬)। তাই মুসলমানদের জন্য, সঠিক এবং ভুল কী- তা স্পষ্টভাবে আল্লাহর বাণী এবং নবী মুহাম্মদের (স.) সুন্নাহ দ্বারা নির্দেশিত (আল-কুরআন ১৬ : ৮৯)। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তির উপর নির্ভর করে মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে একটি আচরণ সঠিক কারণ আল্লাহ তায়ালা বা তাঁর নবী মুহাম্মদ (স.) এটি আদেশ করেছেন। মুসলমানরা সঠিক এবং ভুল সম্পর্কিত আল্লাহর যে আদেশ তা মেনে নেয়, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষের জন্য কোনটি সর্বোত্তম তার সব কিছুই জানেন (আল-কুরআন ৫৮ : ৭; Al -Qaradawi 2004, P. 46)।

২.৩ পরিণতিমূলক তত্ত্ব (Consequence Theory)

পরিণতিমূলক তত্ত্ব, উপযোগবাদী তত্ত্ব এবং অহংবোধ তত্ত্ব, একটি কাজ সঠিক বা ভুল কিনা তা নির্ধারণ করতে যেকোনো কর্মের পরিণতি দেখতে বলে। উপযোগবাদী তত্ত্বে, একটি কাজ নৈতিকভাবে সঠিক বলে বিবেচিত হয় যদি এটি সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বাধিক মঙ্গল নিয়ে আসে। অর্থাৎ অবশ্যই কোনো একটি কাজের দ্বারা ভালত্বের পরিমাণ সর্বোচ্চ হতে হবে এবং ক্ষতি সর্বনিম্ন হতে হবে (Lavan & Martin 156)। বিপরীতে, অহংবোধ তত্ত্ব অন্যদের উপর পরিণতি বিবেচনা না করে শুধুমাত্র ব্যক্তির জন্য সর্বাধিক ভালোর পরিণতি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে এই তত্ত্বগুলি আরও বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

২.৪ অহংবোধ তত্ত্ব (Egoism Theory)

অহংবোধ তত্ত্বের সাধারণ ধারণা হলো যে একজনকে সর্বদা তার নিজের স্বার্থে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ এই তত্ত্ব অনুসারে, একটি কর্ম নৈতিকভাবে সঠিক বলে বিবেচিত হয় তখন যখন এটি অন্যের স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তির নিজের স্বার্থকে বেশি প্রচার করে। অন্য কথায়, অহংবোধ তত্ত্ব মনে করে যে প্রতিটি ব্যক্তির একচেটিয়াভাবে তার নিজস্ব স্বার্থ অনুসরণ করা উচিত। এর মানে হলো যে একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা তার নিজের জন্য সর্বোত্তম তা করা ছাড়া তার অন্য আর কোনো নৈতিক দায়িত্ব নেই (Rachels & Rachel 54)। সুতরাং, আচরণের একমাত্র চূড়ান্ত মানদণ্ড হলো আত্ম-স্বার্থের মানদণ্ড, এবং এই মানদণ্ড একজন ব্যক্তির স্বাভাবিক কর্তব্য এবং বাধ্যবাধকতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। নৈতিক অহংবাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি সমালোচনা নিচে উল্লেখ করা হলো:

(১). Kurt Baier বলেন যে, নৈতিক অহংবাদ যথার্থ মতবাদ হতে পারে না; কারণ এটি স্বার্থের দ্বন্দ্বের কোনো সমাধান দিতে পারে না। তিনি বলেন, আমাদের নৈতিক নীতিসমূহকে প্রয়োজন একমাত্র এ কারণে যে, আমাদের

স্বার্থ মাঝে মাঝে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। যদি তারা কখনও দ্বন্দ্বে না জড়াতো, তাহলে সমাধান করার মতো কোনো সমস্যা থাকতো না এবং সেক্ষেত্রে নৈতিকতা যা সরবরাহ করে থাকে এই ধরনের কোনো পথনির্দেশনার প্রয়োজন পড়তো না। কিন্তু আমরা দেখি যে এ ধরনের স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে এবং নৈতিক অহংবাদ তা সমাধান করতে পারে না; বরং সমস্যা আরও বাড়িয়ে দেয় (Kurt Baier 189-190)।

(২) নৈতিক অহংবাদ যৌক্তিকভাবে সঙ্গতিহীন বলে মনে করেন Kurt Baier সহ অনেক দার্শনিক। তাঁরা যুক্তি দেন যে নৈতিক অহংবাদ শেষ পর্যন্ত স্ব-বিরোধিতায় পর্যবসিত হয়। আর স্ব-বিরোধী কোনো মতবাদ যথার্থ বলে গণ্য হতে পারে না। তাঁদের যুক্তিগুলোকে সাজিয়ে লিখলে এরকম দাঁড়ায়:

(ক) ধরা যাক, প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব সেই কাজটি করা যাতে তার নিজের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষিত হয়।

(খ) X এর সর্বোচ্চ স্বার্থ হচ্ছে Y কে মেরে ফেলা।

(গ) Y এর সর্বোচ্চ স্বার্থ হচ্ছে তাকে মেরে ফেলা থেকে X কে প্রতিরোধ করা।

(ঘ) সুতরাং X এর দায়িত্ব হচ্ছে Y কে মেরে ফেলা, এবং Y এর দায়িত্ব হচ্ছে X যাতে এটা না করতে পারে সেটা প্রতিরোধ করা।

(ঙ) কিন্তু কাউকে তার দায়িত্ব পালন থেকে বিরত করা সঠিক বা যথার্থ কাজ নয়।

(চ) সুতরাং Y এর জন্য এটি যথার্থ হবে না যে তাকে মেরে ফেলার হাত থেকে X কে প্রতিরোধ করা।

(ছ) সুতরাং Y এর জন্য X কর্তৃক তাকে মেরে ফেলাকে প্রতিরোধ করতে চাওয়া একদিকে অযথার্থ বা সঠিক নয় এবং অন্যদিকে যথার্থ বা সঠিকও।

(জ) কিন্তু কোনো কাজ একই সাথে সঠিক ও সঠিক নয় হতে পারে না; যদি হয় তাহলে তা হবে স্ব-বিরোধী।

(ঝ) সুতরাং, যে অনুমান দিয়ে আমরা যুক্তিটি শুরু করেছি অর্থাৎ "প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব সেই কাজটি করা যাতে তার নিজের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষিত হয়"- এটি সত্য হতে পারে না। (Rachel 87-88).

(৩) নৈতিক অহংবাদ নিয়মবহির্ভুত একটি স্বেচ্ছাচারিতামূলক ও খামখেয়ালীপূর্ণ মতবাদ, তাই এটি সমর্থনযোগ্য নয়। এই মতবাদ বলে যে আমরা প্রত্যেকেই পৃথিবীর সকল মানুষকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করি: আমরা নিজেরা এবং বাকী অন্যান্য মানুষেরা এবং এক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির স্বার্থ আমাদের কাছে দ্বিতীয় শ্রেণির স্বার্থের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু নিজের এবং অন্য ব্যক্তির মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে, যে পার্থক্য নিজেকে বিশেষ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে আমি কি বেশি মেধাবী? আমি কি আমার জীবনকে বেশি উপভোগ করি? আমার সম্পাদিত কাজ কি মহোত্তর? আমার প্রয়োজন এবং সামর্থ্য কি অন্যান্যদের প্রয়োজন ও সামর্থ্যের থেকে বেশি আলাদা ধরনের? সংক্ষেপে, কী এমন জিনিস আছে যা আমাকে এমন বিশেষ শ্রেণিতে প্রতিপাদন করছে? এর কোনো জবাব নৈতিক অহংবাদের কাছে নেই। তার মানে এটা দাঁড়ায় যে, বর্ণবাদ জাতীয় মতবাদগুলো যেমন খামখেয়ালীপূর্ণ ও স্বেচ্ছাচারিতামূলক মতবাদ তেমনিভাবে নৈতিক অহংবাদও একটি খামখেয়ালীপূর্ণ ও স্বেচ্ছাচারিতামূলক মতবাদ।

অহংবোধ তত্ত্ব ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ এটি স্পষ্টত: ন্যায়বিচার, অন্যকে সাহায্য করা এবং পরার্থপরতার ইসলামের যে নীতি সেই নীতির পরিপন্থী। নবী মুহাম্মদের (স.) মতে, একজন মুসলমানের কোনো ঈমান (বিশ্বাস) নেই যতক্ষণ না সে তার ভাইকে তেমনি ভালবাসে যেমন সে নিজেকে ভালবাসে (Al-Qardawi 2004, 47)। সমাজ থেকে ইহজাগতিক কোনো পুরস্কারের আশা ব্যতীতই একজন মুসলমানকে অন্যকে সাহায্য করা এবং অন্যের

প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য ইসলামে দৃঢ়ভাবে উৎসাহিত করা হয়। এ জাতীয় কাজের ফলস্বরূপ তারা পরকালে পুরস্কৃত হবে যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন (আল-কুরআন ৫ : ৫৪; ৪৮ : ২৯; ৫৯ : ৯; ১০৭ : ৩)।

২.৫ উপযোগবাদী তত্ত্ব (Utilitarian Theory)

উপযোগবাদ অতি পরিচিত একটি শব্দ। এই তত্ত্ব মনে করে যে, কোনো কাজ এবং কাজের পদ্ধতি মূল্যায়িত হবে সেই কাজ এবং পদ্ধতি সমাজের উপর আরোপিত হওয়ার ফলে তার উপযোগিতা এবং অনুপযোগিতার ভিত্তিতে। উপযোগবাদীরা যুক্তি দেয় যে একটি আচরণ নৈতিকভাবে সঠিক বলে বিবেচিত হয় যখন এটি অন্য যেকোনো ক্রিয়াকলাপের চেয়ে বেশি সংখ্যক উপযোগিতা অর্জন করে (Sturgeon 91)। উপযোগবাদী তত্ত্ব এবং অহংবোধ তত্ত্ব উভয়ই একটি নৈতিক আচরণের মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতির সাথে একটি কর্মের পরিণতি বিবেচনা করে। অহংবাদ তত্ত্বটি নিজের জন্য পরিণতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যেখানে উপযোগবাদী তত্ত্ব শুধুমাত্র নিজের জন্য নয়, যতটা সম্ভব অনেকের জন্যও দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এছাড়াও, উপযোগবাদী তত্ত্ব উপযোগিতা এবং ক্ষতি বিশ্লেষণ করে একটি নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য আচরণের বিচার করে এবং বলে যে প্রত্যেকের সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের সর্বোচ্চ সুখ তৈরি নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা উচিত (Rachels & Rachel 90)।

“একমাত্র ফলাফলই লক্ষ্য” - এটি উপযোগবাদের একটি অনিবার্য অংশ। এই মতবাদের সবচেয়ে মৌলিক ধারণাটি হচ্ছে যে, কোনো কাজ সঠিক হবে কিনা তা নির্ধারণ করতে আমাদেরকে দেখা উচিত উক্ত কাজটি করার ফলে কী ঘটবে অর্থাৎ কাজটির ফলাফল কী হবে। অবশ্য কাজের সঠিকত্ব নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যদি অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় জড়িত থাকে তাহলে উপযোগবাদী ধারণাটি সেক্ষেত্রে কাজ করে না। উপযোগবাদ বিরোধী কিছু যুক্তি এই জায়গাতেই উপযোগবাদকে আক্রমণ করেছে: তাঁরা বলেন যে ভাল-মন্দ, সঠিক-ভুল ইত্যাদি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপযোগিতা ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের বিষয় আছে যা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নিচে উপযোগবাদ বিরোধী দুটি যুক্তির উল্লেখ করা হলো:

ক. ন্যায়বিচার যুক্তি: ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত একাডেমিক জার্নাল *Inquiry* তে H. J. McCloskey একটি ঘটনা বিবেচনার জন্য বলেন: ধরা যাক একজন উপযোগবাদী এমন একটি জায়গা পরিদর্শনে গেছেন যেখানে বর্ণবাদী দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, এবং তার পরিদর্শনের সময় একজন নিগ্রো একটি শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে ধর্ষণ করেছে, ফলে বর্ণবাদী দাঙ্গা শুরু হলো, শ্বেতাঙ্গরা পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে নিগ্রোদেরকে মারছে এবং হত্যা করছে ইত্যাদি। আরও ধরা যাক উক্ত উপযোগবাদীর সাক্ষ্যই একজন বিশেষ নিগ্রোকে দোষী প্রমাণ করার জন্য গৃহীত হবে। কিন্তু তিনি জানেন না কোন নিগ্রো ব্যক্তিটি দোষী। যদি তিনি জানেন যে দ্রুত গ্রেফতারের ফলে দাঙ্গা এবং হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হবে, তাহলে নিশ্চয় একজন উপযোগবাদী হিসেবে তিনি অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিবেন যে, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন। এতে করে একজন নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পেলেও দাঙ্গা থেমে যাবে (McCloskey 239-255)।

উক্ত উপযোগবাদীর মিথ্যা সাক্ষ্যের কিছু খারাপ ফলাফল যেমন আছে আবার কিছু ভাল ফলাফলও রয়েছে। খারাপ ফলাফল হচ্ছে একজন নিরাপরাধ মানুষ শাস্তি পেতে পারে এবং ভাল ফলাফল হচ্ছে দাঙ্গা এবং হত্যাযজ্ঞ থেমে যেতে পারে। যেহেতু মিথ্যা বলার মাধ্যমে সবচেয়ে ভাল ফলাফল লাভ করা যাচ্ছে কাজেই এক্ষেত্রে উপযোগবাদ অনুসারে একমাত্র করণীয় কাজ হচ্ছে মিথ্যা বলা। কিন্তু উপযোগবাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ন্যায়বিচারের আদর্শের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ন্যায়বিচার দাবি করে যে আমরা প্রত্যেক মানুষকে তাদের স্ব স্ব প্রয়োজন ও মেধা অনুসারে

নিরপেক্ষভাবে বিচার করবো। উপরোক্ত উদাহরণে এই বিষয়টিই দেখানো হয়েছে যে, কীভাবে ন্যায়বিচারের দাবির সাথে উপযোগিতার দাবি সাংঘর্ষিক। কাজেই একটি নৈতিক মতবাদ হিসেবে ফলাফলই সবকিছু এমন দাবি করাটা যথার্থ নয়।

খ. অতীত-দৃষ্টিপাত যুক্তি: ধরা যাক, কেউ প্রতিজ্ঞা করলো যে সে তার বন্ধুর সাথে বিকালে শহরে দেখা করবে। কিন্তু যখন দেখা করার সময় হলো সে দেখা করলো না; তার কিছু কাজ করার প্রয়োজন ছিল তাই সে বাড়িতেই রয়ে গেল। সে কি সঠিক কাজ করলো? ধরা যাক সে মনে করলো যে তার কাজের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তার বন্ধুর অসুবিধার তুলনায় একটু হলেও বেশি। এক্ষেত্রে উপযোগবাদী মানদণ্ড অনুসরণ করে সে সিদ্ধান্ত নিল যে বাড়িতে থাকাই সঠিক হবে। কিন্তু তার এই সিদ্ধান্ত সঠিক বলে মনে হয় না। ব্যাপার হচ্ছে সে প্রতিজ্ঞা করেছে মানে তার উপর কিছু দায়-দায়িত্ব বর্তায় যা সে সহজে এড়িয়ে যেতে পারে না। অবশ্য যদি এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ অতি জরুরী প্রয়োজন হয় যেমন উদাহরণস্বরূপ, তার মা হার্ট এ্যাটাক করেছে তাই তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে সেক্ষেত্রে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা ন্যায্য। কিন্তু ছোটখাট প্রয়োজনের তাগিদে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কোনোভাবেই ন্যায্য নয়। কাজেই "ফলাফলই একমাত্র লক্ষ্য"- উপযোগবাদীদের এই বক্তব্য সঠিক নয়। এটা এ কারণে যে উপযোগবাদ কোনো কাজের সঠিকত্ব বিবেচনা করে কাজের ভবিষ্যৎ ফলাফলের ভিত্তিতে অর্থাৎ ভবিষ্যতে কী ঘটবে তার ভিত্তিতে। কিন্তু কোনো কাজকে মূল্যায়ন করতে গেলে অতীতও বিবেচনায় রাখা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ (উপরোক্ত যুক্তিতে সে তার বন্ধুর কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তা অতীত ঘটনা), যেটা উপযোগবাদীরা বিবেচনা করেন না।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইসলাম কোনো অন্যায় কাজকে সমর্থন করে না, যেমন, চুরি, মিথ্যা বা প্রতারণা, তা সমাজের জন্য বৃহত্তর কল্যাণ বয়ে আনুক বা না আনুক। তাছাড়াও, ইসলাম উপযোগবাদী তত্ত্বকে যথার্থ তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করে না; কারণ এই তত্ত্বটি কিছু মানুষের ক্ষতির বিনিময়ে হলেও সর্বাধিক সংখ্যার জন্য সর্বোচ্চ ফলাফল উৎপাদনকে নৈতিক কাজের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামী নীতি অনুযায়ী সঠিক নৈতিকতা অনুসরণ করতে হবে (আল-কুরআন ৫৯ : ৭)। ইসলামী ব্যবস্থা সমাজের প্রত্যেকের স্বার্থের যত্ন নেয়, কারণ সর্বজনীন নৈতিক মূল্যবোধ এবং নীতিসমূহ ধর্ম কর্তৃক আরোপিত হয়ে থাকে (Al-Qardawi 2010, 71)।

২.৬ পরিণতিমুক্ত তত্ত্ব (Deontology Theory)

পরিণতিমুক্ত তত্ত্ব কর্তব্যকে মৌলিক নৈতিকতা পর্যায়ের বলে মনে করে। এই তত্ত্বটি সঠিক এবং ভুলের সর্বজনীন বিবৃতির উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। যাইহোক, উপযোগবাদী তত্ত্বের বিপরীতে এই তত্ত্বটি কর্মের ফলাফলের সাথে সম্পর্কিত নয়, যার অর্থ হলো ক্রিয়াটি নিজে নিজেই স্বাধীন। অন্য কথায়, তত্ত্বটি যুক্তি দেয় যে একজন ব্যক্তিকে তার কর্মের পরিণতি বিবেচনা না করেই যা সঠিক তা করতে হবে। পরিণতিমুক্ত তত্ত্বের সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বকারী সমর্থক হলেন আঠারো শতকের জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট। কান্ট বিশ্বাস করতেন যে, কিছু সর্বজনীন নীতি রয়েছে যা প্রত্যেককে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, উদাহরণস্বরূপ, "এমন নীতি অনুসরণ করে কাজ কর যে নীতিকে সার্বজনীন রূপ দেয়া যায় অর্থাৎ সবাই অনুসরণ করতে পারে" (Velasquez 99)। কান্টের সার্বজনীন নীতিশাস্ত্রের আরেকটি উদাহরণ হলো "মানুষকে কখনই নিছক উপায় হিসেবে ব্যবহার করবেন না, তাদের সর্বদা সম্মান করুন এবং তাদের নিজস্ব পছন্দকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতার বিকাশ সাধন করুন"।

Velasquez এর মতো সমালোচকরা যুক্তি দেন যে, ডিওন্টোলজি তত্ত্বের শর্তহীন আদেশসমূহ অস্পষ্ট কারণ তত্ত্বটি ফলাফলের দিকে না তাকিয়ে শুধুমাত্র দায়িত্ব বা কর্মকে স্বাধীনভাবে বিবেচনা করে। এটি মানুষের আদর্শনিষ্ঠ ধ্যান-ধারণার সাথে বিরোধপূর্ণ হতে পারে এবং কখনও কখনও এটি কিছু ভুল নৈতিক সিদ্ধান্তকে বোঝায় (Velasquez 101-102)।

কান্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো তিনি মানুষের নৈতিক জীবনকে খুবই কঠোর করে ফেলেছেন। একথা কেউ অস্বীকার করে না যে, নৈতিক জীবনে কিছু নিয়ম কানুন থাকবে। কিন্তু সব নিয়মকেই অনড় ব্যতিক্রমহীন নিয়মে পরিণত করলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে বাধ্য। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে যে আমাদের বিভিন্ন কর্তব্যের নিয়ম অনেক সময় পরস্পর বিরোধী হয় এবং এক্ষেত্রে একটাকে না হয় অন্যটাকে ভাঙ্গতেই হয় যদিও তারা সকলেই শর্তহীনও হয়। তাছাড়া কান্ট নৈতিক নিয়মের বিশ্বজনীনীকরণের (Universalizability) যে শর্ত আরোপ করেছেন সে সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা চলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কান্টের নিয়মে যে কোনো পরিস্থিতিতে মিথ্যা বলা অন্যায়। কিন্তু যখন কোনো নিরপরাধ লোককে আমরা বাঁচাতে চাই তখন মিথ্যা বলতে হলে তা কি অন্যায় হবে? এ স্থলে যদি আমরা বলি, "মিথ্যা বলা অন্যায় কিন্তু কারো প্রাণ বাঁচাতে তা বলা চলে," তাহলে একটি নতুন নীতি হিসেবে এও বিশ্বজনীন হতে পারে। কিছু কিছু বিষয় আছে, যেমন মানুষের ব্যক্তিগত আদর্শ ইত্যাদিকে বিশ্বজনীন করা যায় না। কারো আদর্শ হচ্ছে সারা জীবন লেখাপড়া করা, কারো দেশ সেবা করা, কারো বা সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করা। এগুলোর মধ্যে যথেষ্ট নৈতিক উপাদান রয়েছে, অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত উদারতার সঙ্গে এসব আদর্শকে অনুসরণ করা হয়। বিপরীতক্রমে এসব আদর্শের সঙ্গে যখন চরমপন্থী মনোভাব যুক্ত হয় তখন এদেরকে বিশ্বজনীন করা গেলেও নৈতিক আদর্শ হয় না।

পরিণতিমুক্ত তত্ত্বটিও ইসলামিক প্রেক্ষাপটে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ নৈতিক ব্যবস্থাসহ সামগ্রিক ব্যবস্থার জন্য একমাত্র আইনদাতা হলেন আল্লাহতায়ালা (আল-কুরআন ১৬ : ৮৬)। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর অনুসারীদের (বা সাহাবাদের) অন্যদের সাথে এমন আচরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন যেমনটি তারা নিজেরা অন্যদের থেকে প্রত্যাশা করে। অধিকন্তু, ইসলাম মুসলমানদেরকে মানুষের সাথে শুধুমাত্র ন্যায় বা যথার্থ আচরণ করতেই উৎসাহিত করে না বরং অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে তারা নিজ ধর্মালম্বীদের সাথে যেভাবে আচরণ করে তার চেয়েও ভালো আচরণ করতে নির্দেশ করে। আল্লাহতায়ালা কুরআনে বলেছেন : "ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। যা উত্তম তা দিয়ে মন্দকে প্রতিহত কর" (আল-কুরআন ৪১ : ৩৪)।

২.৭ সদগুণ নীতি তত্ত্ব (Virtue Ethics Theory)

প্রতিটি ব্যক্তির অবশ্যম্ভাবীভাবে অনুসরণ করা উচিত এমন কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং মূল্যবোধের ধারণার উপর ভিত্তি করে সদগুণ নীতি তত্ত্ব পরিচালিত হয়ে থাকে। এই তত্ত্ব অনুসারে, একটি নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য হলো নৈতিক সদগুণ নামে পরিচিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশ সাধন করা এবং বাস্তবে তাদের প্রয়োগ এবং প্রদর্শন করা (Velasquez 135)। যেখানে পরিণতিমূলক তত্ত্ব এবং পরিণতিমুক্ত তত্ত্ব ব্যক্তির কার্য নিয়ে আলোচনা করে সেখানে সদগুণ নীতি তত্ত্বটি ব্যক্তির আত্মশুদ্ধিমুলক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এই মতবাদ ব্যক্তির 'কী করা উচিত' তার চেয়ে তার 'কী হওয়া উচিত' সেই প্রশ্নের প্রতি বেশি মনোনিবেশ করে। অন্য কথায়, এই তত্ত্বটি 'কী এমন জিনিস আছে যা একটি কাজকে ভালো করে তোলে?' তার চেয়ে 'কী এমন জিনিস আছে যা একজন ব্যক্তিকে ভাল করে তোলে?' তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে (Lavan & Martin 159)। সদগুণ তত্ত্বের সবচেয়ে

প্রতিনিধিত্বকারী সমর্থক হলেন অ্যারিস্টটল। অ্যারিস্টটল বেশ কিছু গুণাবলীর প্রস্তাব করেছিলেন যা প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্যই থাকতে হবে। সেগুলি হলো ভদ্রতা বা শিষ্টাচার, সহযোগিতা, সাহস, স্বচ্ছতা, বন্ধুত্ব, উদারতা, সততা, ন্যায়বিচার, আনুগত্য, আত্মবিশ্বাস, আত্মনিয়ন্ত্রণ, বিনয় এবং সহনশীলতা (Rachels & Rachel 187)। তবে উক্ত নৈতিকতার উৎস কী? এই জাতীয় প্রশ্নের জবাব এই তত্ত্ব দিতে পারে না, এটা সদগুণ নীতি তত্ত্বের একটি সীমাবদ্ধতা (Velasquez 143)।

সদগুণ নীতি তত্ত্ব ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করে শুধুমাত্র একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে-আর সেটা হচ্ছে চরিত্র, পক্ষান্তরে ইসলাম নৈতিক কাজ এবং সদগুণ নীতি উভয়ের ভিত্তিতে ব্যক্তির কাজকে মূল্যায়ন করে থাকে। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই নির্দিষ্ট নৈতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আচরণ করতে হবে, তবে এই বৈশিষ্ট্যগুলির উৎস হলো কুরআন এবং সুন্নাহ (নবী মুহাম্মদের বাণী, অনুশীলন এবং অনুমোদন) (আল-কুরআন ৩১ : ৭৭)। এছাড়াও কুরআন ও সুন্নাহের মধ্যে ব্যক্তির জন্য কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে (Al-Qardawi 2004, 82; আল-কুরআন ৫৮ : ৭)।

সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে, একটি কর্ম বা সিদ্ধান্ত নৈতিকভাবে সম্পাদিত হয় কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য যে নৈতিক তত্ত্বগুলি আমাদের হাতে রয়েছে, তা প্রধানত পশ্চিমা পণ্ডিতদের দ্বারা বিকশিত। যেমন আপেক্ষিকতাবাদ, উপযোগবাদ, অহংবোধ, পরিণতিমুক্ত তত্ত্ব এবং সদগুণ নীতিতত্ত্ব, এগুলোর সবই নীতিবিদ্যা কী এবং সেগুলি একজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার জন্য কীভাবে প্রযোজ্য, সে সম্পর্কিত পশ্চিমা পণ্ডিতদের বক্তব্য। নৈতিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রতিটি তত্ত্বেরই একটি একক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যেমন সারণি-১ এ দেখানো হয়েছে।

যাইহোক, নীতিবিদ্যা সম্পর্কিত পশ্চিমা ধ্যান-ধারণাগুলির উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও, কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল তা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সেগুলো সীমিত এবং অসম্পূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করতে সক্ষম এমন কোনো পরম নৈতিক তত্ত্ব নেই। উপরন্তু, নীতি দার্শনিকরা এমন কোনো সর্বজনীন নিয়ম বা মানদণ্ড প্রদান করতে সক্ষম হননি যা কখন ন্যায়বিচারের বিষয়টি বিবেচ্য, তা ব্যাখ্যা করতে পারে। অন্য কথায়, নীতিতত্ত্ববিদেরা নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে সবাই একমত হতে পারে এমন কোন পদ্ধতি দাঁড় করাতে সক্ষম হননি।

বিপরীতে, সারণি-১ এ দেখানো হয়েছে, ইসলামিক উৎসসমূহের উপর ভিত্তি করে ইসলাম নৈতিকতার ধারণা দেয়। ইসলাম পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার এই তত্ত্বগুলির থেকে আরও একধাপ এগিয়ে বলে যে, নৈতিক ব্যবস্থাসহ সমস্ত ব্যবস্থা আল্লাহর হাতে। যদিও ইসলাম ঐশ্বরিক আদেশ তত্ত্বের সাথে একমত, যা কিনা পশ্চিমা নৈতিক সাহিত্যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, এটির বিভিন্ন বিবেচনা রয়েছে যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নীতিবিদ্যা সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা লাভের জন্য, পরবর্তী বিভাগে ইসলামী নীতিশাস্ত্রের একটি সাধারণ কাঠামো ব্যাখ্যা করা হবে। ইসলামী নৈতিক তত্ত্বের মূল ধারণা হলো কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল তা সনাক্ত করার জন্য ইসলামী উৎসগুলিই একমাত্র মানদণ্ড:

সারণি ১: নৈতিক তত্ত্বের সারাংশ

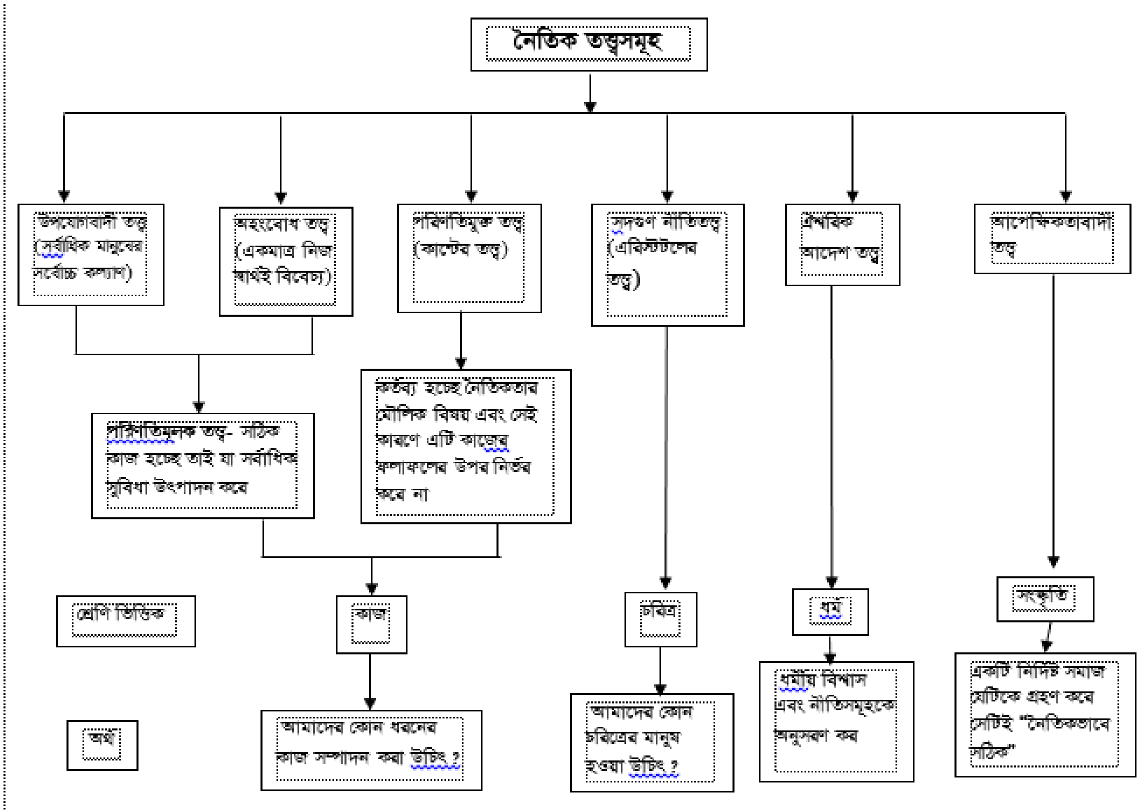

সারণি ২: নৈতিক তত্ত্ব সমূহ এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

তত্ত্ব	মূল ধারণা	ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি
আপেক্ষিকতাবাদী তত্ত্ব	নৈতিকতা একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের সাথে আপেক্ষিক। বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন নৈতিক কোড থাকতে পারে। নৈতিক নীতিতে এমন কোনো সার্বজনীন সত্য নেই যা সব সময় সব মানুষ ধরে রাখতে পারে।	প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে কারণ একটি নির্দিষ্ট সমাজের সংস্কৃতি ইসলামী নীতির পরিপন্থী হতে পারে।
ঐশ্বরিক আদেশ তত্ত্ব	'নৈতিকভাবে সঠিক' মানে 'ঈশ্বরের আদেশ' এবং 'নৈতিকভাবে ভুল বা অনৈতিক' মানে 'ঈশ্বর দ্বারা নিষিদ্ধ'। নৈতিকতা চিহ্নিত করার একমাত্র মানদন্ড হলো ধর্ম।	গৃহীত। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করা হয়।
উপযোগবাদী তত্ত্ব	'নৈতিকভাবে সঠিক' এর অর্থ হলো যে কর্মের ফলে অন্য যেকোনো ক্রিয়াকলাপের চেয়ে বেশি সংখ্যক উপযোগিতা পাওয়া যায়।	প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, কারণ এই তত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি হলো সর্বাধিক সংখ্যার জন্য সর্বোচ্চ ফলাফল।

অহংবোধ তত্ত্ব	একজন ব্যক্তিকে সর্বদা তার নিজের স্বার্থে কাজ করতে হবে। একটি কর্ম নৈতিকভাবে সঠিক বলে বিবেচিত হয় তখনই যখন এটি একজন ব্যক্তির স্বার্থ প্রচার করে।	প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, কারণ এটি ন্যায়বিচার, অন্যদের সাহায্য করা এবং পরার্থপরতা সম্পর্কিত ইসলামী যে নীতি তার পরিপন্থী।
পরিণতিমুক্ত তত্ত্ব	এটি কর্তব্যকে নৈতিকতার মৌলিক ভিত্তি হিসেবে মনে করে এবং এই কর্তব্যকে সঠিক বা ভুল হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এটি কর্মের পরিণতির দিকে তাকায় না। তাছাড়া এটি আরো মনে করে যে এমন সর্বজনীন নৈতিক কর্ম আছে যা প্রত্যেককে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।	প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, কারণ এই 'সর্বজনীন নীতিশাস্ত্রের' উৎস সম্পর্কে প্রদত্ত তত্ত্বটি স্পষ্ট নয়। যেহেতু ইসলামে নৈতিক ব্যবস্থার একমাত্র উৎস হলো ইসলামী নীতি।
সদগুণ নীতি তত্ত্ব	এই তত্ত্বটি, কী জিনিস একটি কাজকে ভালো করে তার চেয়ে কী জিনিস একজন ব্যক্তিকে ভাল করে তোলে তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই মতানুসারে, কিছু সুনির্দিষ্ট গুণাবলী রয়েছে যা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে যেমন- ভদ্রতা, সহযোগিতা, সাহস, ন্যায্যতা, বন্ধুত্ব, উদারতা, সততা, ন্যায়বিচার, আনুগত্য, আত্মবিশ্বাস, আত্মনিয়ন্ত্রণ, বিনয়, স্বচ্ছতা এবং সহনশীলতা।	প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, কারণ এই তত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি হলো সদগুণ নীতি।

৩. নীতিবিদ্যার বিষয়গুলি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

অনেক মুসলিম পণ্ডিত ইসলামের প্রধান উৎস কুরআন ও সুন্নাহের উপর ভিত্তি করে নৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন। ইসলামে নীতিবিদ্যাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, ইসলামী মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহের উপর ভিত্তি করে ভাল নীতি ও মূল্যবোধ হিসেবে । এই নীতিবিদ্যা মানুষের সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (Al-Ghazali 307)। এটি জীবনের সমস্ত দিককে পরিবেষ্টন করে থাকে (Al-Qardawi 2010, 78)। নৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হলে, ইসলামে নৈতিকতার গুরুত্ব কী? সে সম্পর্কে আলোকপাত করা জরুরী। আল্লাহতায়ালার গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার জন্য যেসমস্ত কাজকে নির্ধারণ করা হয়েছে সেসব কাজকে নৈতিকতার উন্নতি ও সুরক্ষার জন্যও নির্ধারণ করা হয়েছে (Al-Banna 150; Al-Qardawi 2004, 27; 2010, 80)। নামাজ মানুষকে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন: "এবং নিয়মিত নামায কায়েম কর, কেননা নামায লজ্জাজনক ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে" (আল-কুরআন ২৯ : ৪৫)। ধনীদের কাছ থেকে যাকাত নেওয়া হয় গরীবদের দেওয়ার জন্য যাতে ধনীদেরকে পবিত্র করা যায় এবং তাদের পাপ থেকে পরিষ্কার করা যায়। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন: "তাদের মাল থেকে দান নাও, যাতে তুমি তাদেরকে পাক ও পবিত্র করতে পার" (আল-কুরআন ৯ : ১০৩)। রোজা মুসলমানদের শেখায় কীভাবে নৈতিক নীতি ও মূল্যবোধ নিয়ে বাঁচতে হয়। নবী মুহাম্মাদ (সা:) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা এবং তার উপর আমল করা ছেড়ে দেয় না এবং আপত্তিকর কথাবার্তা ও আচার-আচরণ পরিত্যাগ করে না, তার খাদ্য ও পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোন

প্রয়োজন নেই" (বুখারী ১৯০৩)। রোজা মানে শুধু খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকা নয়; বরং এটি মিথ্যা, মিথ্যাত্ব এবং অসার কথাবার্তা থেকেও বিরত থাকা (Al-Ghazali 310)। হজ্জ মুসলমানদের ধৈর্য্য, সহনশীলতা এবং পরার্থপরতার মতো বৈশিষ্ট্য বিকাশের প্রশিক্ষণ দেয়। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, "হজ্জের জন্য সুপরিচিত মাসে যদি কেউ সেখানে এই দায়িত্ব পালন করে, তাহলে সেখানে কোন অশ্লীলতা, পাপাচার এবং ঝগড়াঝাটি না করা উচিত" (আল-কুরআন ২ : ১৯৭)। সংক্ষেপে, নবী (সাঃ) ইঙ্গিত দিয়েছেন যে আল্লাহ যে মূল উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁকে মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন তা হলো তাদের নৈতিকতা উন্নত করা। তিনি বলেছিলেন: "আমাকে পাঠানো হয়েছে সর্বোত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতা দানের জন্য" (Al-Ghazali 311)।

নৈতিকতা ঈমানের সাথে সম্পর্কিত। ঈমান হলো ধর্মীয় অনুভূতি এবং এটি আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের যা করতে বলেন তা অনুসরণ করার ফলে উৎপাদিত হয়ে থাকে (Al-Banna 151)। ঈমান হলো সেই শক্তি যা নৈতিকতাকে উন্নত করে এবং রক্ষা করে (Al-Qardawi 2010, 35) এবং ঈমান ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয় যদি এটিকে ভাল কাজের সাথে সংযুক্ত করা না হয় (Al-Ghazali 308)। এর অর্থ হলো দৃঢ় বিশ্বাস একটি ভাল চরিত্র তৈরি করে এবং দুর্বল বিশ্বাসের ফলে নৈতিকতার পতন ঘটে। নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) ঈমানকে নৈতিকতার সাথে সংযুক্ত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন "তোমাদের কেউ (সত্যিকার) ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে" (সহীহ বুখারী ১৩)। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে এমন একজন মহিলা সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে ক্রমাগত নামায পড়ে এবং রোযা রাখে, কিন্তু সে তার কথায় ও কাজে প্রতিবেশীদের কষ্ট দিত। রাসুল (সাঃ) বলেছেন যে, সেই নারী পরকালে জাহান্নামে যাবে (Al-Ghazali 312)। নবী (সাঃ) তার সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি জানো কে দেউলিয়া?" তার সঙ্গীরা উত্তর দিল, আমাদের মধ্যে দেউলিয়া সেই ব্যক্তি যার কাছে টাকাও নেই, সম্পত্তিও নেই। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত দেউলিয়া হবে সে যে তার বেশির ভাগ নামায, রোযা ও সদকা নিয়ে পুনরুত্থিত হবে, কিন্তু সেদিন নিজের পুণ্যের তহবিল খালি দেখবে এবং নিজেকে দেউলিয়া হিসেবে দেখবে, কারণ সে অন্যদের বদনাম করেছে, অন্যের বিরুদ্ধে অপবাদ এনেছে, অন্যের সম্পদ বেআইনিভাবে গ্রাস করেছে, অন্যের রক্তপাত করেছে এবং অন্যকে মারধর করেছে তাই তার গুণাবলী তাদের হাতে জমা হবে যারা তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। হিসাব পরিষ্কার করতে ব্যর্থ হলে, ক্ষতিগ্রস্তদের পাপ তার খাতায় প্রবেশ করানো হবে এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে" (মুসলিম ৬৭৪৪; তিরমিযী ২৮১৮)। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যহ যখন সূর্য ওঠে মানুষের শরীরের প্রত্যেক গ্রন্থির সাদকাহ দেয়া আবশ্যক কর্তব্য। দুজন মানুষের মাঝে ইনসাফ করা হচ্ছে সাদকাহ, কোন আরোহীকে তার বাহনের উপর আরোহন করতে বা তার উপর বোঝা উঠাতে সাহায্য করা হচ্ছে সাদকাহ, ভালো কথা হচ্ছে সাদকাহ, সালাতের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপ হচ্ছে সাদকাহ এবং কষ্টদায়ক জিনিস রাস্তা থেকে সরানো হচ্ছে সাদকাহ" (বুখারী ২৯৮৯; মুসলিম ১০০৯)।

ইসলামে, ব্যবসায়ের অপরিহার্য নিয়ম হলো সততা এবং ন্যায্যতার সাথে লেনদেন করা, অর্থাৎ ইসলাম বলেছে একজন ব্যবসায়ীর উন্নত নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ হওয়া উচিত (Kaliffa 17)। বাজার মুক্ত হওয়া উচিত এবং কারসাজির বাজার হবে না এবং যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা ন্যায্যভাবে কাজ করবে (Lewis 2006)। চুরি করা পণ্যের লেনদেন হারাম (Al-Qardawi 2010, 82)। যদি কোনো বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য হয় অভাবের সময় জিনিসের দাম বাড়ানো তাহলে সেই ধরনের বিজ্ঞাপনকে ইসলামে উৎসাহিত করা হয়

না। সর্বব্যাপকতা, বাস্তবসম্মত এবং ভারসাম্যপূর্ণ ইত্যাদি বেশ কিছু আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ইসলামের মধ্যে নিহিত থাকার কারণে ইসলামের যে নীতিবিদ্যা তা স্বাভাবিকভাবেই উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়। নিচের অনুচ্ছেদে ইসলামের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. ইসলামী মূলনীতির বৈশিষ্ট্যঃ

Ahmad (2003) ইসলামকে সংজ্ঞায়িত করেছেন আদর্শ, মূল্যবোধ এবং আইনের এমন একটি সেট হিসেবে যা পরিচ্ছন্ন এবং যৌক্তিক জীবনধারা তৈরি করে। ইসলামের প্রধান উপাদান হলো ঈমান (বিশ্বাস), আখলাক (নৈতিকতা) এবং ফিকহ (যা আইনগত বিধান এবং যা মানুষের কাজগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে) (Mawdudi 7)। প্রথম দুটি উপাদান যেমন. ঈমান (বিশ্বাস) এবং আখলাক (নৈতিকতা) সব সময়ে এবং সকল সমাজের জন্য স্থায়ী এবং স্থির। এর বিপরীতে, ফিকহ সময় ও স্থানের সাথে ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হতে পারে। ইসলাম বিজ্ঞান, অর্থব্যবস্থা এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতিমালা প্রদান করে থাকে। পরিবর্তনশীল পরিবেশের ক্ষেত্রেও ইসলাম নমনীয় এবং প্রযোজ্য (Al-Qardawi 2010, 39-40; Mawdudi 23)।

৪.১ ইসলাম সর্বব্যাপীঃ

এই দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত সবকিছুতেই ইসলাম অত্যন্ত স্পষ্ট। এটি প্রতিটি পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে থাকে (Al-Ghazali 273; Al-Qardawi 2010, 140)। Al-Banna (1940) ইসলামের বার্তাকে এমন একটি বার্তা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন যা সময় জুড়ে বিস্তৃত এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। তাছাড়া কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যা মানুষকে পথ দেখায় কারণ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। যিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি জানেন কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল (Al-Qardawi 2010, 141)। আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) কে বলেছেন যে কুরআন জীবনের সকল দিককে বিস্তৃত করে। তিনি বললেনঃ "আমরা আপনার প্রতি সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা দিয়ে কিতাব নাযিল করেছি" (আল-কুরআন ১৬ : ৮৯)। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিকতা কেবল ধর্মীয় নৈতিকতা নয় যা কেবলমাত্র কিছু অভ্যাস যেমন প্রার্থনা করা, শুকরের মাংস না খাওয়া এবং অ্যালকোহল সেবন না করা ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ। বরং এ নৈতিকতা শারীরিকভাবে, নৈতিকভাবে, আধ্যাত্মিকভাবে, ধর্মনিরপেক্ষ আকারে, বুদ্ধিগতভাবে, আবেগগতভাবে, ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে জীবনের সমস্ত দিককে অন্তর্ভুক্ত করে (Al-Banna 171; Al-Qardawi 2010, 140)। নীতিশাস্ত্রের প্রতি ইসলামের একটি ব্যাপক বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যেটা প্রকাশ পায় মানুষের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কিছুর একটি পূর্ণ চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে, এটি শুধুমাত্র একটি একক মানদণ্ডকে বিবেচনা করে না যেমনটি করে থাকেন উপযোগবাদীরা এবং অহংবাদীরা (শুধুমাত্র কর্মের পরিণতিকে বিবেচনা করে)। অধিকন্তু, বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যৌক্তিক তথ্যগুলো মুসলিম বা অমুসলিম বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা প্রস্তাবিত হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী নীতিগুলো এদের বিরুদ্ধে নয় (Al-Qardawi 2010, 145; Mawdudi 22-23)।

সমাজে কমপক্ষে তিন ধরনের নৈতিকতা বিরাজমানঃ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত নৈতিকতা, পরিবারের সাথে সম্পর্কিত নৈতিকতা এবং সমাজের সাথে সম্পর্কিত নৈতিকতা। ব্যক্তি সম্পর্কিত নৈতিকতার মধ্যে এমন জিনিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেমন মুসলমানদের অবশ্যই অপচয় না করে নিজেদের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। আল্লাহ বলেনঃ "খাও এবং পান করঃ তবে অতিরিক্ত অপচয় করো না, কারণ আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না" (আল-কুরআন ৭ : ৩১)। সততা, সংযম এবং আত্মশুদ্ধি, বিশ্বাস, সত্যতা, সতীত্ব, বিনয় এবং ন্যায়পরায়ণতা, ব্যক্তিগত

নৈতিকতার উদাহরণ। অন্যদিকে, পরিবার সম্পর্কিত নৈতিকতার উদাহরণ হচ্ছে, একজন স্বামীকে অবশ্যই তার স্ত্রীর সাথে ভদ্র ও নৈতিক আচরণ করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন: "তাদের সাথে (তোমাদের নারীদের) সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে জীবনযাপন কর" (আল-কুরআন ৪ : ১৯)। ইসলাম সন্তানদেরকে তাদের পিতামাতার যত্ন নেওয়ার জন্য দৃঢ়ভাবে উপদেশ দেয়। কুরআনে (৪৬ : ১৫) বর্ণিত হয়েছে: "আমরা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।" ইসলাম পিতামাতাকে দারিদ্র্যের ভয়ে তাদের সন্তানদের হত্যা করতে নিষেধ করেছে, যেমন কোরআনে বর্ণিত হয়েছে: "দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না: আমরা তাদের এবং তোমাদের জন্যও রিযিক দেব। তাদের হত্যা করা একটি মহাপাপ" (আল-কুরআন ১৭ : ৩১)। পিতামাতার সম্মান, ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং শিশুদের সাথে আচরণে ন্যায়বিচার পরিবারের সাথে সম্পর্কিত নৈতিকতার উদাহরণ। সমাজের সাথে সম্পর্কিত নৈতিকতার উদাহরণ হচ্ছে, ইসলাম অন্যের গৃহে প্রবেশের শিষ্টাচার সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: "অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তুমি অনুমতি না চাও এবং তাদের সালাম না দাও: এটাই তোমার জন্য উত্তম, আশা করা যায় তোমরা এদিকে নজর রাখবে" (আল-কুরআন ২৪ : ২৭)। অর্থনীতির ব্যাপারে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন: "ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। তাদের অবস্থা এই যে লোকদের থেকে নেবার সময় পুরো মাত্রায় নেয়। এবং তাদেরকে ওজন করে বা মেপে দেবার সময় কম করে দেয়" (আল-কুরআন ৮৩ : ১-৩)। রাজনীতি ও সরকারের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন: "হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারদের হাতে ফেরত দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর লোকদের মধ্যে বিচার করার সময় আদল ও ন্যায়-নীতি সহকারে বিচার কর" (আল-কুরআন ৪ : ৫৮)। সহযোগিতার গুণাবলী অর্জন করা, অন্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা, পরচর্চা, ডাকাতি, জালিয়াতি, অন্যায়, প্রতারণা থেকে বিরত থাকা, সমাজের সকল সদস্যের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব এবং ভালবাসা ছড়িয়ে দেওয়া সাধারণভাবে সমাজের সাথে সম্পর্কিত নৈতিকতার উদাহরণ।

ইসলামে, কুরআন হলো বিচারের প্রধান মানদণ্ড। যাইহোক, যেহেতু কুরআন সাধারণত সার্বিক ব্যাপারে কথা বলে, সেগুলির নির্দিষ্ট বিবরণ সুন্নাহ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। নৈতিকতার ক্ষেত্রে, নবীর কর্ম ও আচরণে কী নৈতিকতা মূর্ত হয়েছে সেটাই অনুসরণযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, নবী মুহাম্মদ (সা:) তাঁর মিশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন: "আমাকে পাঠানো হয়েছে শুধুমাত্র মানুষের নৈতিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনের জন্য" (Al-Ghazali 187)। সুতরাং, নৈতিকতাকে কীভাবে প্রয়োগ করা উচিত তা জানতে, মুসলমানদের স্বয়ং নবীর দিকে তাকাতে হবে না, বরং তার রেখে যাওয়া কর্মপদ্ধতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই হবে।

৪.২ ইসলাম বাস্তবসম্মত:

বাস্তববাদী হওয়া ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামী নীতিগুলি কোন কিছু বাস্তবায়ন করার যে সামর্থ্য মানুষের মধ্যে আছে সেটা বিবেচনা করে (Al-Banna 172)। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, মানুষের পক্ষে যতটুকু সক্ষমতার অধিকারী হওয়া সম্ভব ইসলাম সেই সামর্থ্যকে বিবেচনা করে, কারণ আল্লাহতায়ালা মানবজাতির দুর্বলতা এবং শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান রাখেন (Al-Qardawi 2010, 148-149)। ইসলামে, ন্যায়বিচার একটি মৌলিক নীতি, যেমন কোরআনে বর্ণিত হয়েছে (৪২ : ৪০): "খারাপের প্রতিদান সমপর্যায়ের খারাপ", তবে, যারা তাদের প্রতি অন্যায় করেছে তাদের ক্ষমা করার জন্য মুসলমানদের উৎসাহিত করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন: "কিন্তু যদি কেউ ক্ষমা করে এবং সমঝোতা করে, তবে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে প্রাপ্য, কারণ (আল্লাহ) অন্যায়কারীদের ভালবাসেন না" (আল-কুরআন ৪২ : ৪০)। অধিকন্তু, আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নাও

তাহলে ঠিক ততটুকু নাও যতটুকু তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা সবর করো তাহলে নিশ্চিতভাবেই এটা সবরকারীদের পক্ষে উত্তম" (আল-কুরআন ১৬ : ১২৬)।

ইসলাম স্বীকার করে যে বিভিন্ন লোকের ঈমানের (বিশ্বাস) বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে (৩৫ : ৩২): "তারপর আমি এমন লোকদেরকে এ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি যাদেরকে আমি (এ উত্তরাধিকারের জন্য) নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছি। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করে, কেউ মধ্যম পথ অনুসরণ করে এবং কেউ কেউ আছে যারা আল্লাহর হুকুমে সৎকাজে অগ্রগণ্য, এটাই সর্বোচ্চ অনুগ্রহ।" উপরন্তু, ইসলাম বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে মুসলমানদের এমন কাজ করার অনুমতি দেয় যেগুলি মূলত স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিষিদ্ধ যেমন যুদ্ধের সময় মুসলমানদের শত্রুকে বিভ্রান্ত করার জন্য মিথ্যা বলা (Al-Qardawi 2010, 152)। আরেকটি উদাহরণ হলো যে, ইসলাম একজন মুসলমানকে মদ পান করার অনুমতি দেয় যদি তার অন্য কোন কার্যকরী উপায় না থাকে, যেমন মরুভূমিতে ঘেরা অবস্থায় তার মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সেখানে যদি পানি না থাকে (Al-Qardawi 2004, 94-96)।

৪.৩ ইসলাম সংযত এবং ভারসাম্যপূর্ণ:

ইসলাম নৈতিকতার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে থাকে, যেখানে অতি-আদর্শবাদীরা একজন মানুষকে ফেরেশতা হিসেবে দেখেন এবং অতি-বাস্তববাদীরা যারা একজন মানুষের মর্যাদা আর পশুর মর্যাদা সমান বলে মনে করেন (Al-Banna 119)। ইসলামের দৃষ্টিতে, মানুষকে শারীরিক প্রয়োজনীয়তা এবং আধ্যাত্মিক আত্মার প্রয়োজনীয়তা উভয়ের সমন্বয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে (Al-Ghazali 105)। এছাড়াও যারা পরকালের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং যারা এই জীবনের বসবাস ও বিকাশকে অস্বীকার করে এই উভয় গোষ্ঠীর বিপরীতে ইসলামের এই জীবন সম্পর্কে একটি মধ্যপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। ইসলাম স্বীকার করে যে ইহকালের পাশাপাশি পরকালের জীবনও যাপন করতে হবে। শুধু তাই নয়; ইসলাম আরও বলে যে, এই জীবনই পরকালের জীবনের পথ এবং পরকালের জীবন দুনিয়ার জীবনের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ (Al-Ghazali 123-125)। তবুও, মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম করে ন্যায্যতার সাথে যৌক্তিক জীবন যাপন করা এবং আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ কুরআনে বলেন: "এবং কিছু লোক আছে যারা বলে: আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং পরকালেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। এই ধরনের লোকেরা নিজেদের উপার্জন অনুযায়ী (উভয় স্থানে) অংশ পাবে। মূলত হিসাব সম্পন্ন করতে আল্লাহর একটুও বিলম্ব হয় না" (আল-কুরআন ২ : ২০১/২০২)।

৫. উপসংহার

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, মানুষের আচরণের ভালত্ব-মন্দত্ব, ঔচিত্য-অনৌচিত্য, যথার্থতা-অযথার্থতা ইত্যাদি দেখিয়ে দেয়া নীতিবিদ্যার অন্যতম কাজ। আর বিভিন্ন তত্ত্ব বিভিন্ন মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে এই কাজটি করে থাকে। কর্ম, চরিত্র, ধর্ম বা সংস্কৃতির মতো নৈতিক বিষয়গুলির বিষয়ে প্রতিটি তত্ত্বের একটি একক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আমরা দেখেছি পশ্চিমা ধারণা এবং নৈতিকতার উপলব্ধি কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল তা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ। বিপরীতে, নৈতিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে ইসলামের একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে কারণ নৈতিক ব্যবস্থাসহ সমস্ত ব্যবস্থার আইন প্রণেতা হলেন একমাত্র আল্লাহ, যিনি সকল কিছু জানেন এবং সমস্ত মানুষের জন্য কী ভাল তা জানেন। যেসব নীতি ও মূল্যবোধ ইসলামী উৎসসমূহের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়ে থাকে কেবল

সেই সমস্ত নীতি ও মূল্যবোধই ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিক বলে পরিগণিত হবে। অর্থাৎ কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল তা- শনাক্ত করার একমাত্র মাপকাঠি হলো ইসলামী উৎসসমূহ। ইসলামের বেশ কিছু আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও উপযুক্ত করে তোলে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হলো সর্বব্যাপকতা, বাস্তববাদীতা এবং ভারসাম্যপূর্ণতা। ইসলামে যে নৈতিকতার কথা বলা হয়, তা মানুষের সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এই নৈতিকতা মানুষের জীবনের সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে।

তথ্যসূত্র

Ahmad, K. “The Challenge of Global Capitalism: An Islamic perspective.” In John H. Dunning (ed.), *Making Globalization Good: The Moral Challenges of Global Capitalism.* Oxford University Press, 2003.

Al-Banna. *Messages’ Group of Imam Hasan al-Banna* (1st ed.). Alexandria: Darul Al-D’aoah Publication, 1940.

Al-Ghazali. *The Ethical Philosophy of Al-Ghazzali* (Revised ed.), Delhi: Adam Publishers & Distributors,1996.

Al-Qaradawi, Y. *Faith and Life*. Cairo: Al-Falah Foundation for Translation, Egypt, 2004).

Al-Qaradawi, Y. *Islam: An Introductio,* Selangor: Islamic Book Trust, Malaysia, 2010.

Baier, K. *The Moral Point of View: A Rational Basis of Ethics.* New York: Cornell University Press, 1958.

Beekun, R. *Islamic Business Ethics.* Nevada: University of Nevada, 1996.

Benn, P. *Ethics*, London: UCL Press Ltd., 1998.

Chan, K. C., Fung, H. G., & Yau, J. Business Ethics Research: A Global Perspective. *Journal of Business Ethics,* Vol. 95, No.1, PP. 39-53, 2010.

De George, R. Business Ethics. *Journal of Business Ethics*, Vol. 5, No. 6, PP. 421-432, 1986.

Elegido, J.M. *Fundamental of Business Ethics: A Developing Countries Perspective*. Lagos: Spectrum Books Ltd., 2000.

Frankena, W., K. *Ethics*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, Engle-wood Cliffs, 1963.

Greirsson H.; Maragaret H. *Ethical Theory: A Concise Anthology (ed.),* Canada: Broadview Press, 2010.

Hayes, R., A. Schilder, R. Dassen & P. Wallage. *PrinciPles of Auditing: An International Perspective*. Berkshire: McGraw-Hill Publishing ComPany, 1999.

Kaliffa, A., S. The Multidimensional Nature and Purpose of Business in Islam. *The Islamic Perspective Journal,* Vol. 7, No. (1&2), 2003.

Lavan, H. & Martin, “W. Bullying in the US Workplace: Normative and Process-oriented Ethical Approaches”, *Journal of Business Ethics,* Vol. 83, No. 2, 2008.

Lewis, K. Accountability and Islam. *Proceedings of the Fourth International Conference on Accounting and Finance in Transition*. Australia: University of South Australia, 2006.

Lillie, W. *An Introduction to Ethics*, London: Methuen & Co. Ltd., 1948.

Loeb, S. “A Survey of Ethical Behavior in the Accounting Profession”, *Journal of Accounting Research* **9**(2), 1971

Mawdudi, S., A. *Life’s System in Islam* (7th ed.), Beirut: Darul Al-Ressalh Publication, 1977.

Mackenzie, J., S. *A Manual of Ethics*, London: Univ. Tutorial Press Ltd., 1964.

McCloskey, H. J. “A non-utilitarian approach to Punishment”, *Inquiry*, 8:1-4, Melbourne, 2008, DOI: 10.1080/00201746508601433, 1965.

Nwagboso, J. *Professional Ethics, Skill and Standards*. Jos, Nigeria: Inspirationz Media Konsult, Maiden Edition, 2008.

Rachels, J. & Rachels, S. *The Elements of Moral Philosophy*. New York: McGraw-Hill, 2003.

Rania, A. *Business Ethics as Ethics as Competitive Advantage for Companies in the Globalization Era*. New York : Social Science Research Network, 2006.

Sturgeon, N. "Moral Disagreement and Moral Relativism", *Social Philosophy and Policy*, Vol. 11, No.1. DOI: httPs://doi.org/10.1017/S0265052500004301, 1994.

Velasquez, M. *Business Ethics: Concepts & Cases* (5th ed.). New Delhi: Prentice-Hall of India Private Ltd., 2003.

হামিদ, আবদুল। *সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা*, রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৮৯।